সংবাদ

তারিখ ... 14 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করুন

রাজধানীর ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ও পুরান ঢাকার মুসলিম হাইস্কুল এবং চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল। পাকিস্তান আমল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রদায়িক ও জেন্ডার বৈষম্যের নিয়মে চলে আসছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই ৪২ বছরেও স্কুল তিনটি তাদের সাম্প্রদায়িক ও জেন্ডার বৈষম্যের নীতি পরিত্যাগ করেনি। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি ধারাই অব্যাহত রেখেছে। অথচ স্কুল তিনটিই সরকারি স্কুল। কোন মহিলা এবং সংখ্যালঘু শিক্ষক কখনোই নিয়োগ পাননি উল্লেখ্য স্কুল তিনটিতে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এটি জানার পরও শিক্ষা প্রশাসন এ অপসংস্কৃতি বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেনি। বিগত সরকারগুলোর মতো, বর্তমান মহাজোট সরকারও এটি মেনে চলছে। অথচ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা এই সরকারের বিঘোষিত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। শুধু তাই নয়, সরকারি হাইস্কুলে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক থাকার বাধ্যবাধকতার পরও উল্লিখিত তিনটি স্কুলে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মহিলাশূন্য শিক্ষকদের নিয়ে চলছে। ব্যবস্থাটি যে শুধু সাম্প্রদায়িক এবং জেন্ডার বৈষম্যের তাই নয়, সংবিধান পরিপন্থী অর্থাৎ অবৈধ।

সংবাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, এই তিনটি স্কুলেই বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্রশাসন ও শিক্ষকদের একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে। এখানে কখনো মহিলা এবং সংখ্যালঘু শিক্ষকদের পদায়ন হলে প্রশা - এবং এ শিক্ষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে। এমনকি এরা বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত অভিভাবকদেরও সঙ্গে নেমে প্রতিরোধে। আর তখনই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি এদের কাছে আত্মসমর্পণ করে হাত গুটিয়ে নেয়। সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষক পদায়নের আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জের একটি স্কুল থেকে একজন সংখ্যালঘু মহিলা শিক্ষককে ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলে বদলি করা হয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের প্রতিবাদের মুখে ওই সংখ্যালঘু শিক্ষিকা মুসলিম হাইস্কুলে যোগদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে মাউশি বদলির আদেশ স্থগিত করলেও প্রতিরোধকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি কর্তৃপক্ষের এই নতজানু অবস্থানের তীব্র নিন্দাই জানাতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির বিরুদ্ধে সরকারি নিয়ম ভঙ্গেরও অভিযোগ করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু শিক্ষক ও মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না সরকারের এমন কোন বিধি নেই। উপরন্তু প্রতিটি সরকারি স্কুলে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষকের পদায়ন বাধ্যতামূলক। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় উল্লিখিত ৩টি মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয় চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কীভাবে এই বিধি লঙ্ঘন করছে তার জবাবও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া দরকার। তথাকথিত স্থিতাবস্থা রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে সরকারি বিধি উপেক্ষা করার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির সিদ্ধান্ত এবং অবস্থানেরও প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। এ দুর্বলতার কারণেই এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তি আশকারা পেয়ে গেছে।

আমরা মনে করি এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি বিধি অনুযায়ী মহিলা শিক্ষক ও সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বাছবিচার না করে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়াটাই যথেষ্ট হবে না, এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক শক্তির দুর্গে কঠোর আঘাত হানতে হবে। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শিক্ষকদের ও স্কুল প্রশাসনে অবস্থানকারীদের বিদায় দিতে হবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশিতে ঘাপটি মেরে থাকা সাম্প্রদায়িক এবং দুর্বল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে হবে। কাদের সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষকদের পদায়নের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে তা দেখতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনাকেই ভূলুণ্ঠিত করছে।